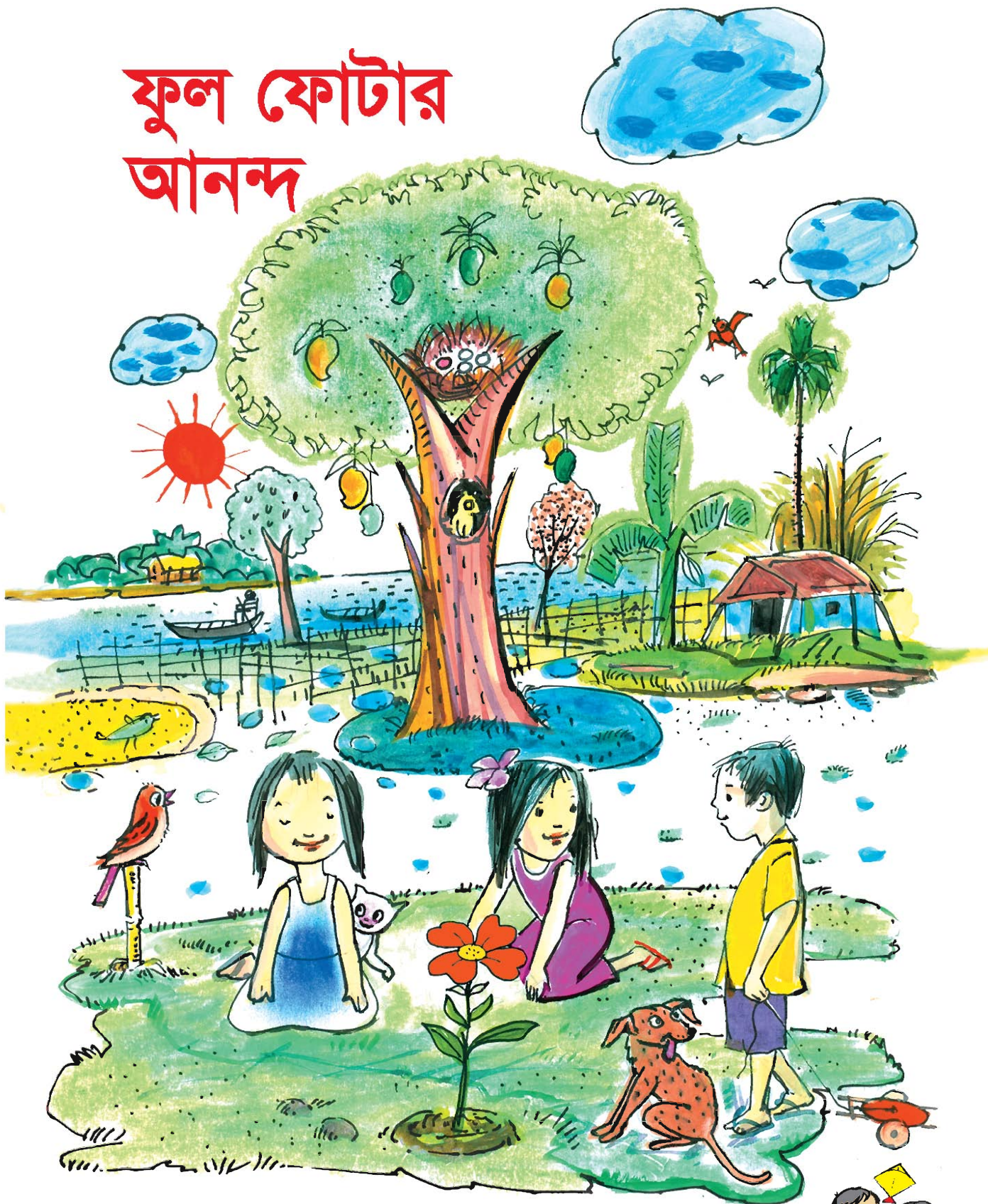


# ফুল ফোটার আনন্দ



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত

# ফুল ফোটোর আনন্দ



সমন্বয় ও সম্পাদনা

শফিক আহমেদ শিবলী

উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মোঃ মুরশীদ আকতার

গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

ডা. মো: গোলাম মোস্তাফা

ইসিডি উপদেষ্টা, আগা খান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইকবাল হোসেন

শিক্ষা উপদেষ্টা, প্র্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

চিত্রাঙ্কন

রেজাউন নবী

শিল্প নির্দেশনা

মুস্তাফা মনোয়ার



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই, ২০১৬

সার্বিক নির্দেশনায়

প্রফেসর মোঃ শফিকুর রহমান

চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

উন্নয়ন, অভিযোজন ও পরিমার্জনে

প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মান্নান, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সৈয়দ মাহফুজ আলী, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

লানা হুমায়রা খান, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

আবু হেনা মাহফুজুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল, শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ইকবাল হোসেন, শিক্ষা উপদেষ্টা, প্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

জান্নাতুন নাহার, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট-ইসিডি, আই ই ডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

পরামর্শক

প্রফেসর কফিল উদ্দিন আহমদ

গ্রাফিক্স

অমল দাস

শিশু বিকাশ ইউনিট প্রকাশিত মাহমুদা আকতারের ফুল ফোটার আনন্দ গল্প অবলম্বনে

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :





মিতু সারাদিন কী যেন ভাবে!  
কাউকে কিছু বলে না।  
তা দেখে তার বন্ধু পাখি আর বিড়ালের মন খারাপ।





সে একটা বীজ বুনেছে । বীজ থেকে কখন চারা বেরোবে?  
কখন গাছ দেখবে? তাই নিয়ে ভাবছে মিতু ।





একদিন গেল, দুইদিন গেল কিন্তু চারা তো বের হয় না ।  
এদিকে মিতুর দিনও আর কাটে না ।





আরও দুদিন কেটে গেল । একদিন মিতু দেখলো,  
বীজ থেকে কী সুন্দর দুটি কচি সবুজ পাতা বেরিয়েছে ।  
সবুজ পাতা বলছে, কেমন আছ মিতু?





তাই দেখে মিতু দৌড়ে গিয়ে বাড়ির সবাইকে ডেকে আনল ।  
মিতুর খুশির শেষ নেই । মিতুর আনন্দ দেখে বন্ধু বিড়াল আর  
পাখিও খুব খুশি ।





তারপর থেকেই মিতু সকাল, বিকাল  
ও দুপুরে গাছে পানি দেয় ।  
পানি পেয়ে গাছপালা বেড়ে ওঠে ।  
সে ভাবে, কখন চারাগাছটি আরও বড় হবে ।



মিতুর কাণ্ড দেখে মা বললেন,  
গাছে এত বেশি পানি দিও না।  
গাছের গোড়া পচে যাবে।





মায়ের কথায় মিতু ভয় পেয়ে গেল ।  
তাই সে পানি দেওয়া কমিয়ে দিল ।  
এমনি করে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল ।





ইঠাৎ একদিন ভোরে মিতু দেখে,  
এ কী! গাছে দেখি ফুল ফুটেছে!  
মিতুর আনন্দ দেখে কে!





খুশিতে মিতু ওর বন্ধুদের ডেকে আনল ।  
বলল, দেখ দেখ,  
আমার গাছে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে!





## জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

২০১৭

